দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 31 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

সারাদেশে সরকারী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অস্থিরতা

ছাত্ররাজনীতি ছয় মাসের জন্য স্থগিত হতে পারে

রিয়াজ চৌধুরী

বিপথগামী ছাত্ররাজনীতি ঠেকাতে আগামী ছয় মাসের জন্য ছাত্ররাজনীতি স্থগিতের চিন্তাভাবনা শুরু করেছে সরকার। আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারাও সরকারের শীর্ষ মহলকে এমনই পরামর্শ দিয়েছেন। সরকারের দায়িত্বশীল সূত্র এ কথা জানিয়েছে। তবে ছাত্র নেতারা এ ধরনের উদ্যোগকে প্রতিহত করবেন বলে জানিয়েছেন। শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, সংঘর্ষ, হামলার ঘটনা ও সর্বশেষ রাজশাহীতে শিবির নেতা খুনের পর শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ সম্প্রতি সিলেটের একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কয়েক মাসের জন্য শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি স্থগিত করার চিন্তা-ভাবনা করছে সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংকটাপন্ন পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য যা করণীয় তার সবই করার নির্দেশনা রয়েছে। ইতিমধ্যে অস্থিতিশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানদের মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বেশকিছু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সূত্র মতে, বিভিন্ন ইস্যুতে অস্থির হয়ে উঠেছে দেশে বেশীরভাগ সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। বিশেষ করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের দখলদারিত্ব, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি

পৃঃ ৫ কঃ ১

ছাত্ররাজনীতি ছয় মাসের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ও অবৈধ ভর্তি বাণিজ্য ইস্যুতে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান অশান্ত হয়ে উঠেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও সর্বশেষ হত্যাকাণ্ডের পর একে একে বন্ধ হচ্ছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বাকীগুলোতেও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ভর্তি বাণিজ্য, চাঁদার টাকা ও টেন্ডার দখল নিয়ে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষেও জড়িয়ে পড়েছে ছাত্রলীগের কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী এক মাসের জন্য ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিপীড়িতরা সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে।

এদিকে ছাত্রলীগ নেতারা রাজধানীসহ দেশের সরকারী কলেজগুলোতে অবৈধভাবে ২০০৮-০৯ সেশনে অনার্স প্রথমবর্ষের ভর্তিতে টাকার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাধা হয়ে বিভিন্ন কলেজ প্রশাসন সহযোগিতা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজধানীর ইডেন, ঢাকা, বিভূতীভূষণ, কবি নজরুল, বদরুন্নেসা, সোহরাওয়ার্দী ও মিরপুর বাংলা কলেজে দুই সহস্রাধিক আসনে ছাত্রলীগ নেতারা টাকার বিনিময়ে ভর্তি করাচ্ছে। অবৈধ ভর্তিতে রাজি না হওয়ায় সম্প্রতি ইডেন কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল প্রফেসর মৈত্রেয়ী ঘটকচৌধুরীকে ওএসডি এবং ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলামকে যশোর এমএম কলেজে বদলি করা হয়েছে। নতুন ভাইস-প্রিন্সিপাল পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বদরুন্নেসা কলেজের বাংলার প্রফেসর ড. আয়শা বেগমকে।

এছাড়া প্রিন্সিপাল ও ভর্তি কমিটির আহ্বায়কের চাপ নিয়ে রাজশাহীর সিটি কলেজ, সিটি গার্লস কলেজ ও রাজশাহী কলেজ, খুলনার বিএল কলেজ ও সরকারী আযম খান কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারী সিটি কলেজ ও কমার্স কলেজেও পাল্লা থেকে দুপ আসনে অবৈধ ভর্তি করিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা। ছাত্রলীগের চাহিদার সমালোচনা করেই তারা ভর্তি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন বলে কলেজ দুটির ভর্তি কমিটির একাধিক সদস্য অভিযোগ করেন। ছাত্রলীগ সূত্র জানায়, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সবগুলো কমিটি মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় অভ্যন্তরীণ কোন্দল সমাধানে ব্যর্থ হয়েছেন ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। গত মাসে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ডেকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সতর্ক করে দেয়ার পরও চাঁদা ও টেন্ডারবাজি নিয়ে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ কমেনি।

এদিকে সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর অধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাধিকবার অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ হয়েছে। সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হলে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে কমপক্ষে ১২ জন আহত হয়। গত সপ্তাহের শনিবার রাতে রাজধানীর তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় আহত হয় কমপক্ষে ৩০ জন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক দফা সংঘর্ষের পর এখনও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

অপরদিকে, মহাজোট সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রলীগের একক আধিপত্য থাকলেও এরপরও অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে তারা। অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে গত দেড় মাসে কমপক্ষে ৫০ ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়েছে। জানা যায়, টিএসসি-কৃষ্টকর্মীর থেকে দু'সপ্তায় ৩০ হাজার টাকা চাঁদা নেয় ছাত্রলীগ নেতারা। আরও চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ছাত্রলীগ নেতারা ভিসি ও ট্রেজারারের মাধ্যমে নোটিশ করিয়ে টিএসসি কৃষ্টকর্মীর বন্ধ করে দেয়। এদিকে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেছে, সহাবস্থান বিঘ্নিত না হলে আগামী সপ্তাহে ধর্মঘটের মতো কঠিন কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও এখন ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে দখলদারিত্ব নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়টির কর্তৃপক্ষ জরুরী সিন্ডিকেট সভা আহ্বান করে এবং আগামী এক মাসের জন্য ছাত্র রাজনীতি স্থগিত ঘোষণা করে।

খুলনার বিএল কলেজ, সিটি কলেজ ও সরকারী আযম খান কমার্স কলেজে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। দু'পক্ষই ক্যাম্পাসে আধিপত্য বজায় রাখার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে বলে ক্যাম্পাস সূত্রগুলো জানিয়েছে।

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি এখন ছাত্রলীগের দখলে। ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল রয়েছে। ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ছাত্রলীগের রাজু-আসাদ গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখলে নেয়। অন্যদিকে, মলয়-অভিজিৎ গ্রুপ ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করছে। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি স্থগিত করার সরকারের চিন্তা-ভাবনা বিষয়ে ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার 'ছাত্ররাজনীতি' স্থগিতের সিদ্ধান্ত ছাত্র-ছাত্রীরা মেনে নেবে না। প্রয়োজনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে এ ধরনের সিদ্ধান্তকে প্রতিহত করা হবে। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে যারা হত্যা, সন্ত্রাস, দখলদারিত্ব, টেন্ডার ও চাঁদাবাজি করছে তাদের রাজনীতি বন্ধ করা যেতে পারে।

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি খান আসাদুজ্জামান বাসুম বলেন, অবৈধ উপায়ে টাকার বিনিময়ে ভর্তি করে ছাত্রলীগ যেমন আমাদের জাতিকে মেধাশূন্য করছে, তেমনি দখলদারিত্ব, টেন্ডার ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে ছাত্ররাজনীতিকে কলুষিত করছে। শিক্ষাঙ্গনকে পবিত্র রাখতে ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। বিপীড়িতরাও ছাত্ররাজনীতি স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেতিবাচক হবে বলে মন্তব্য করেছেন। এ বিষয়ে বিপীড়িত শিক্ষার্থীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান বিশ্বাস বলেন, রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি থাকবে কিনা সে বিষয়ে বেশ আগে থেকেই পর্যালোচনা হচ্ছে। ছাত্ররাজনীতির নামে হত্যা, সন্ত্রাস, লুটপাট, টেন্ডার ও চাঁদাবাজি কোনটাই পছন্দ করে না। ছাত্ররাজনীতিকে কলুষমুক্ত করা এখন সবারই দায়ী। তবে সিদ্ধান্ত যা-ই নেয়া হোক, সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত না নিলে তা ফলপ্রসূ হবে না। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী নিজেই এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পারেন।